Registered No. 15.

অমৃত বাজার পত্রিকা

৫ম ভাগ | কলিকাতাঃ— ৩০শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার সন১২৭৯ সাল। ইং ১৪ই নবেম্বর ১৮৭২খৃঃ অব্দ | ৪০ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

"আশা মরীচিকা,,

অভিনব গদ্য কাব্য

কলিকাতার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ১১৫নং ভবনে শ্রীযুক্ত যদু গোপাল চট্টোপাধ্যায় এবং কোম্পানির ছাপা খানায় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে॥ মুল্য ডাক মাশুল সমেত ১৵॥

উজীর পুত্র

প্রথম পর্ব্বের মুল্য ৸৵ আনা ডাক মাশুল ৵ আনা, দ্বিতীয় পর্ব্ব ফি ফর্ম্মার মূল্য অর্দ্ধ আনা।

কলিকাতা সভাবাজার

শ্রীযুত কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটিতে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ ঘোষ

সচিত্র রহস্য সন্দর্ভ।

বাৎসরিক মুল্য ২৷৵।

সম্পাদক শ্রী প্রাণনাথ দত্ত।

নিমতলা ৭৮ নং কলিকাতা।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের নিম্নলিখিত পুস্তক গুলি কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয় হইয়া থাকে।

সুরধুনী কাব্য ১ম ভাগ	১
লীলাবতী নাটক	১৷৷০
নবীন তপস্বিনী নাটক	১৲
সধবার একাদশী প্রহসন	১৲
বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো প্রহসন	৸০
জামাই বারিক প্রহসন	১৲
দ্বাদশ কবিতা	৷৷০

সচিত্র গুলজার নগর।

রহস্যজনক কাব্য (novel) ইহাতে কলিকাতার সামাজিক নিয়ম ও শাসন প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে॥ রোজারিও কোর, কলেজ ষ্ট্রিট, বরদা মজুমদারের, গরাণহাটা বৃন্দাবন বসাকের গলির মোড়ের দোকানে ও সংস্কৃত ডিপজিটরিতে পাওয়া যায়। মুল্য ৸০ ডাক মাসুল ৵।

সর্পাঘাত।

অর্থাৎ মাল বৈদ্যদের মতে সর্পাঘাত চিকিৎসা। দ্বিতীয় সংস্করণ। ডাক্তার ফেরার সাহেব এ সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন ও মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সার ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। মালবৈদ্যদের হাতে রোগী মরেনা ও তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী যে অতি উৎকৃষ্ট সর্পাঘাত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। মুল্য সমেত ডাক মাশুল ।৵০ ছয় আনা।

শ্রীচন্দ্র নাথ রায়

কলিকাতা বহুবাজার।

সংগীতসমালোচনী।

কতিপয় সঙ্গীত বেত্তার সাহায্যে শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ।৵০ আনা প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৵০ আনা॥ গ্রাহক গণ অমৃত বাজার পত্রিকা আফিসে শ্রীযুক্ত হরমোহন ভট্‌ট্যাচার্য্যের নামে পত্র ও মূল্যাদি ঠাইবেন।

বিজ্ঞান সার উপক্রমণিকা অর্থাৎ জ্যোতিষ পদার্থ বিদ্যা, ভূমিতত্ত্ব, রসায়ণ, প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, শারীর ও মনোবিদ্যা প্রভৃতি ৬৩খানা চিত্র সহ সরল ভাষায় লিখিত। ২২২ পৃষ্ঠা মুল্য ১টাকা। লীলাবতী (সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত) ১ম ভাগ মূল্য ৷৷০ আনা। কলিকাত সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, ক্যানিং লাইব্রেরি ও নর্ম্মালস্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কালী প্রসন্ন সেন গুপ্ত মহাশয়ের নিকট পাওয়া যায়। শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

অবলাদর্পণ। স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক পুস্তক ১৯২ পৃষ্ঠা, মুল্য ডাকমাশুল সমেত১ টাকা

অনুবাদক শ্রীদীননাথ সেন বি, এ

গৌহাটি হাই স্কুল॥

কলিকাতা বুক এজেন্সী আফিস

বিজ্ঞাপন

আমরা সাধারণের উপকারার্থে উপরোক্ত কার্য্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছি। যাহাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র ও কর্ত্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিরা কলিকাতার নিয়মে পুস্তকাদি প্রাপ্ত হইতে পারেন তাহাই আমাদিগের অভিলাষ।

যাঁহাদিগের পুস্তকাদির প্রয়োজন হইবে তাঁহারা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পত্র লিখিলেই পাইবেন। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত বিদেশে পুস্তকাদি প্রেরণ করা যায় না ও কমিশন দেওয়া হয় না।

কলিকাতা নর্ম্মালস্কুল) শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত। কলিকাতা বুক এজেন্সী আফিসের ম্যানেজার

কুসুম কুমারী নাটক।

দ্বিতীয় সংস্করণ অল্প মূল্যে [৸৵০] বিক্রীত হইতেছে। মফস্বলের ডাক মাশুল এক আনা। কলিকাতা শোভাবাজার রাজ বাটিতে আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ ঘোষ।

পাবনা মেডিক্যালহল।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধি।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে ইহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তি যুক্ত হইবে, ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাঁহারা এই মহৌষধি গ্রহণে ইচ্ছা করেন তাঁহার পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মুল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

যাঁহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধি পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধি পাঠাইতে পারিব।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হেয়ার

প্রিজারভার।

অর্থাৎ

[যুবা ও মধ্য বয়স্ক ব্যক্তিদিগের শুক্লবর্ণ কেশ যদ্দ্বারা পুনর্ব্বার কৃষ্ণবর্ণ হয়।]

হেয়ার প্রিজারভার কিছু দিন প্রণালী পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে, শুক্লবর্ণ কেশ কৃষ্ণবর্ণ হইবে, কেশ ঘন ও পুষ্ট হইবে এবং মস্তকের চর্ম্মের প্রকৃত সুস্থাবস্থা হইবে।

ইহার মুল্য প্রতি সিসি ,, ,, ,, ,, ১ টাকা

ঐ ডাক মাসুল সহিত ,, ,, ,, ,, ১৷৵

শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

হিম সাগর তৈল।

যাঁহারা সর্ব্বদা অতিশয় পীড়া ও মানসিক চিন্তার জন্য মাথার বেদনা ও অবসন্নতায় কাতর থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী। প্রতি দিন কিছু কিছু মাথায় মাখিলে বেদনা ও অবসন্নতা ক্রমে ক্রমে একেবারে যাইবে। বায়ু প্রধান ধাতুর পক্ষে ও শিরঃ শূল গ্রস্ত রোগীর পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী।

ইহার প্রতিসিসির মূল্য ,, ,, ,, ১ টাকা

ঐ ডাক মাসুল সহিত ,, ,, ,, ১৷৵ টাকা

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

কলেরা ক্যাম্ফার।

অর্থাৎ ওলাউঠা রোগের কর্পূরের আরক। মাত্রা একবিন্দু হইতে বিশ বিন্দু পর্য্যন্ত, মূল্য আদ ঔন্স সিসি বার আনা, এক ঔন্স সিসি এক টাকা ও দুই ঔন্স সিসি ১৷৷০ টাকা। ডাক মাসুল প্রত্যেকের চারি আনা।

বিলাতি যতপ্রকার ওলাউঠা রোগের ক্যাম্ফার আছে, তাহা অপেক্ষা ইহা মৃদু, উপকারী, ও সহজ ব্যবহার্য্য। প্রত্যেক ব্যক্তির এক এক সিসি রাখা উচিত

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড মধুমেহ, অর্শ, বহু মূত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধি বিক্রয়ার্থ "পাবনা মেডিক্যাল হলে" প্রস্তুত আছে

ঔষধের মূল্যের জন্য যাহারা পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প পাঠান তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া আদ আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্প পাঠান।

বিজ্ঞাপন।

নিম্ন লিখিত তিন খানি প্রহসন দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইয়া আমাদিগের নিকট বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে।

যেমনকর্ম্ম তেমনি ফল—মূল্য	।৵০	ডাকমাসুল/০
উভয় সঙ্কট	,, ।০	ঐ
চক্ষুদান	,, ।০	ঐ

আই, সি, বসু, এণ্ডকোং কলিকাতা স্টনাহোপ প্রেস।

কলিকাতার পোলিস ॥

আমরা মফস্বলে যখন ছিলাম তখন ভাবিতাম যে কেবল সেখানেই পোলিসের ভারি অত্যাচার, কিন্তু কলিকাতা পোলিসের অত্যাচার দেখিয়া এখন মফস্বলের পোলিস সোণা বোধ হইতেছে। আমরা আজ মাস দুইয়ের মধ্যে চক্ষের উপর নিম্নোক্ত কয়েকটী ঘটনা দেখিয়াছি এবং কয়েকটী বিশ্বস্থ সূত্রে অবগত হইয়াছি। (১) আমাদের আফিসের সম্মুখে এক দিন একটী বিবাহে কয়েকজন যুবা বরযাত্রী আইসে। যেরূপ এদেশের নিয়ম আছে তাহারা বিবাহে কি গোল করে। পাহারাআলা নিস্প্রয়োজনে তাহার মধ্যে প্রবেশ করে। মহা দাঙ্গা হয়। একজন পোলিস কনেষ্টেবলের মাথা ভাঙ্গিয়া যায় এবং একজন যুবককে পোলিসে এরূপ মারে যে তাহার প্রাণ সংশয় হয়। যুবাটী কলিকাতার একজন বড় মানুষের ছেলে। উভয় পক্ষ হইতে মকর্দ্দমা হয়॥ শুনিলাম মকর্দ্দমা ডিসমিস হইয়া গিয়াছে।

২) এটীও আমাদের আফিসের সম্মুখে হয়॥ মেডিকেল কলেজের একজন ছাত্র জলের কলে নাকি স্নান করিতেছিল। সত্য মিথ্যা জানি না। এই অপরাধে একজন পাহারা আলা তাহাকে ভয়ানক প্রহার করে এবং তৎপর থানায় লইয়া যায়। আমরা এবিষয় পোলিস ইনেস্পেক্টরকে লিখি। তিনি ইহা তদারক করিতে একজন হেড কনেষ্টবল পাঠান। মকর্দ্দমা মিটিয়া যায়। (৩) একদিন জন তিন চারি পাহারা আলা আমাদের আফিসের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল। ইতি মধ্যে আমাদের একজন দ্বারোয়ান রাস্তা পার হইয়া সম্মুখের একখানি দোকানে যাইতেছিল। সে পাহারা আলা দিগের সম্মুখে পড়িয়া যায় ও পাহারা আলারা ইহাকে ধাক্কা দিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেয় এবং জোর করিয়া পোলিসে ধরিয়া লইয়া যায়। আমরা গিয়া ইনেস্পেক্টরকে বলিলে তিনি দ্বারোয়ানকে ছাড়িয়া দেন এবং বলেন যে পাহারা আলা দিগকে ধোমকাইয়া দিবেন। তিনি কি করিয়াছেন তাহা তিনিই জানেন॥ (৪) হেয়ার স্কুলের সম্মুখে উদরীময় পীড়ায় মুমূর্ষাবস্থাপন্ন এক ব্যক্তি পড়িয়াছিল। একটি ভদ্রলোক এক জন পাহারা আলাকে উহাকে হস্পিটালে লইয়া যাইতে বলেন। পাহারা আলা একজন জমাদার সঙ্গে করিয়া লইয়া আইসে॥ জমাদার ভাল মন্দ না বলিয়া সেখানে আসিয়াই অচৈতন্য প্রায় রোগীর গায় জুতার ঘাঁটা মারে। হেয়ার স্কুলের একজন শিক্ষক উপর হইতে দেখিয়া জমাদারকে ধোমক দিয়া বলেন যে, ওমরে, তুমি আবার উহাকে জুতার ঘাঁটা মারিতেছ॥ জমাদার এই কথা শুনিয়া আর কিছু না বলিয়া তাহাকে হস্পিটালে লইয়া যায়॥ (৫) একটী বয়প্রাপ্তা যুবতী বিধবা বিবাহের অভিলাসে পলাইয়া বাটী হইতে অন্যত্র যাইতেছিল॥ পোলিস তাহার পিতার সঙ্গে যোগ করিয়া বল পূর্ব্বক তাহাকে তাহার বাপের নিকট পাঠাইয়া দেয়॥ এসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কোন অনুসন্ধান করিলে আমরা সবিশেষ বলিয়া দিতে পারি॥ (৬) আজ বৎসর দুই তিন হইল আমাদের একজন ব্যবসায়দার বন্ধু আমাদের নিকট এই সম্বাদটি প্রেরণ করেন॥ তিনি সালিখায় তুলা খরিদ করিয়া কলিতায় আনিতে ছিলেন॥ গঙ্গা পার হইবার সময় একজন চাটগাইয়া মাজি আসিয়া উপস্থিত॥ পার করিতে ৷৹ আনা সাব্যস্ত করিয়া সে তুলার গাইট নৌকায় তুলিল॥ নৌকা যখন অনেক দূর গিয়াছে, তখন মাঝি বলিল যে এখানকার পারাণী বার আনা দিতে হইবে॥ তিনি তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া বরাবরি কুলে আসিয়া উপস্থিত॥ যে আসিয়াছেন আর দুই বেটা মুটে আসিয়া উপস্থিত॥ তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে কত নিবি॥ তাহাতে তাহারা বলিল, তাহাতে আটকাবে না॥ তিনি বলিলেন যে না চুকালে তাহাদিগকে তিনি মোট তুলিতে দিবেন না॥ মুটেরা তাহার কথা গ্রাহ্য না করিয়া ক্রমাগত মোট তুলিতে লাগিল॥ তিনি কি করেন চুপ করে দেখিতে লাগিলেন॥ যখন অবশিষ্ট মোটটী তোলে তখন নৌকার মাঝি বার আনা ভাড়া না পাইলে মোট ছাড়িবেনা বলিয়া উহা আটকাইল॥ তিনি মুটেকে মোট তুলিতে বলিলেন, সে বলিল মাঝির ভাড়া না দিলে মোট কি কোরে তুলি॥ তিনি করেন কি, মাঝিকে আর চারি আনা দিলেন॥ মোট গাড়িতে উঠিল॥ মুটেরা তখন বলে বাবু আমাদের চারি আনা দিতে হইবে॥ তাহারা জোর আনার কাজ করিয়া ছিল। তাহারা দ্বিগুণ চাহিলে তিনি আপত্তি করিলেন, কিন্তু তাহারা গাড়ী ছাড়ে না। তিনি বলিলেন, আগে বন্দবস্ত না করিয়া মোট তুলিলি কেন? তাহাতে তাহারা বলিল যে, আর কোন মুটের ওখানে আসিবার সাধ্য নাই। ইহা তাহাদের ইজারার ঘাট। ইহার মধ্যে একজন পাহারাআলা আসিয়া উপস্থিত। সে আসিয়া তাঁহাকে চারিজমা করিয়া লইল। তিনি কি করেন, আরো দুই আনা মুটেকে দণ্ড দিলেন। ইহার মধ্যে পাহারাআলা আসিয়া মুজাম দিল॥ সে বলে আমার দুই আনা কৈ? আমাদের আত্মীয় বলিলেন, কিসের? পাহারাআলা বলিল, আমরা পাইয়া থাকি। তিনি বলিলেন দিবনা। পাহারা আলা না পেলে গাড়ী ছাড়ে না। তিনি বলিলেন আচ্ছা ধর। ইহা বলিয়া পাহারাআলার নম্বরটী লিখিয়া লইতে গেলেন। পাহারা আলা অমনি প্রস্থান।

আমরা এরূপ আরো অনেক ঘটনা শুনিয়াছি। সে যাহা হউক, কলিকাতার পোলিসের অত্যাচার দেখিয়া আমরা অবাক হইয়াছি॥ কিন্তু এ কাহার দোষে? এখানকার লোকদিগের মফঃস্বলের লোকের মত পরস্পর সম্পূর্ণ ঐক্যতা নাই॥ ইহারা এক পরিবারস্থ নন, এক গৃহে বাস করেন অথচ পরস্পর আলাপ থাকে না, সুতরাং পোলিসে কোন ব্যক্তির উপর অত্যাচার করিলে অন্য কেহ তাহার সাহায্যে অগ্রসর হন না ও কাজেই পোলিসে অনায়াসে অপ্রতিহতভাবে অত্যাচার করিতে পারে॥ মফঃস্বলে এটী হইবার যোনাই॥ আবার পোলিসের কর্ত্তৃপক্ষদের দোষ যে তাঁহার অনুগত লোকদিগকে শাস্তি দিতে চান না, পাছে জন সাধারণের নিকট তাহাদের ক্ষমতা কমিয়া যায়॥ ফল যে গবর্ণমেণ্টের প্রধান রাজধানীর মধ্যে প্রতিদিন গলিতে গলিতে ষ্ট্রিটে ষ্ট্রিটে শান্তি রক্ষক দ্বারা এইরূপ অত্যাচার হয়, সে গবর্ণমেণ্টের প্রজাকে শান্তিরক্ষা শিক্ষা দেওয়া একরূপ অসম্ভব।

আমাদের কতকগুলি পোনকে শত্রু।

মনুষ্যের অনেক পোনকে শত্রু আছে। আমরা আজ তাহার গুটী কয়েক শত্রুর বর্ণন করিব।

প্রথম মশা। এ আপদ হইতে নিস্তার পাওয়া একরূপ অসম্ভব। রাত্রে মশারির চারি পাশ বেশ করিয়া গুঁজিয়া শয়ন করিয়া আছি, কোন্ ছিদ্র দিয়া কিরূপে মশা গিয়া মশারির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। মশারি আবার দিব্য করিয়া ঝাড়িয়া চারি দিকে উত্তম করিয়া আটকাইয়া শয়ন করিয়াছি, আবার কোন দিক হইতে সেখানে মশা গিয়া উপস্থিত। শীতকালে শরীর আগাগোড়া মণ্ডিত করিয়া বসিয়া আছি, কাপড়ের মধ্যে কোথা হইতে মশা প্রবেশ করিয়াছে। মিউনিসিপালিটীর যত্নে এক্ষণ কলিকাতায় অনেক মশা কমিয়াছে। বর্ষাকালে কলিকাতায় প্রায় মশা থাকে না। মশা প্রায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র আছে। উহা কানাডা, লাপলাণ্ড, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি স্থানেও আছে, আবার হিন্দুস্থানেও ব্রহ্মদেশেও উহা অসংখ্য দেখা যায়। মশা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রে আছে বটে, কিন্তু পেগু ও টনিশরিণে উহা যেরূপ ভয়ানক অত্যাচার করে আর কোথাও সেরূপ দেখা যায় না। সেখানে সন্ধ্যার সময় যখন মশা ডাকিতে থাকে, তখন প্রলয় ঝড়ের শব্দ উপস্থিত হয়। মশা সেখানে এদেশের ন্যায় দংশন করে না, হুল বিঁধাইয়া দেয়, এবং ঘরে কি বাহিরে আল্‌গা গায় থাকে কাহার সাধ্য? সেখানে অনেকে বাঁশের মাঁচা বাঁধিয়া উহার নিচে ধুমা করিয়া মাঁচার উপর বাস করে। ১৮৫৩ শালে এখান হইতে এক খানি নৌকায় অনেকগুলি সৈন্য যাইতেছিল এবং মশার কামড়ে তাহারা এরূপ অস্থির হয় যে, নদীতে বিস্তর হাঙ্গর ও কুম্ভীর থাকা সত্বেও তাহারা জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে, এবং মশার দংশন হইতে নিস্তার পাইবার নিমিত্ত নৌকায় সংলগ্ন দড়ি ধরিয়া তাহারা জল নিমগ্ন হইয়া থাকে। একজন ইহাতে ডুবিয়া মরে। এদেশে তিন জাতি মশা আছে। একরূপ কটা বর্ণের, আর এক রকম কিছু কাল, আর এক রকমের আছে সেগুলি বড় বড় ও ভারি কাল। আমাদের দেশে মশারি ভিন্ন মশার কোন ঔষধ নাই। কিন্তু চিনদেশে এক রকম রজনের কাষ্ঠ আছে, উহা ঘরে পুড়াইলে ঘরে মশা আইসে না। এদেশে ৫৯ সালের ২রা জ্যৈষ্ঠের ঝড় হইতে মশার বৃদ্ধি দেখা যায়। অনেক পল্লিগ্রামে এই ঝড়ে মশা লইয়া গিয়া ফেলে। বাটীর নিকট নেবুর গাছ কি পাট হইলে মশার বৃদ্ধি হয়। ফল ময়লাই সচরাচর মশার উৎপত্তির কারণ।

আর একটী পোন্‌কে শত্রু ছারপোকা। ইহারও জন্ম ময়লা হইতে। আমাদের দেশে একটী কথা আছে যে, ছারপোকা দণ্ডে আড়াই বিওন দেয় এবং প্রতি বিওনে ছবুড়ী ছটা ডিম

প্রসব করে। প্রসব করিয়া গণককে হাত দেখায় আর বলে যে তাহার সন্তানাদি কবে হবে? একটী ছার পোকা প্রবেশ করিলে যে কিছু দিনের মধ্যে উহা গ্রামময় হয় তাহা বোধ হয় অনেকে জানেন। ইহারা যে রাশি রাশি ডিম্ব প্রসব করে, তাহাও বোধ হয় অনেকে জানেন, এবং অতি যত্ন করিয়াও যে উহাদের ডিম নষ্ট কি নিঃশেষ করিয়া বিছানা হইতে দূর করা যায় না তাহাও অনেকে জানেন। ছার পোকা যেরূপ কঠিন প্রাণী এরূপ আর দেখা যায় না। অনেক স্থানে পাতকুঁয়া খনন করিতে ছারপোকা বাহির হইয়াছে। উহাদের শরীরে রক্ত নাই; মাংস নাই, কেবল শুষ্ক এক খানি চর্ম্মের মত পড়িয়া আছে এবং একটু বায়ু সেবন করিয়াই সজীব হইয়া উঠিয়াছে। ছারপোকা এক বৎসর পর্য্যন্ত মশারির সঙ্গে সঙ্গে বাক্সে আবদ্ধ রহিয়াছে, অনাহারে লুকাইয়া চর্ম্মের মত হইয়া গিয়াছে এবং একটু বায়ু সেবন করিয়া আবার সজীব হইয়া উঠিয়াছে আমরা ইহা অনেকবার দেখিয়াছি। ছারপোকা মারার কোন ঔষধ নাই। এক খানি ইংরাজি গ্রন্থে ইহার বিনাসের এই উপায় বলিয়াছেন। ঘরে প্রদীপ রাখিবে এবং যে ছারপোকার কামড়ায় আর অমনি তল্লাস করিয়া মারিয়া ফেলিবা। এ দেশে বলে যে প্রত্যহ একটি করিয়া ছার পোকা মারিলে উহা নিঃশেষ হয়; বিছানায় বকুলফুল রাখিলে ছার পোকা হয় না, বজ্র পড়া কাষ্ঠ ঘরে রাখিলে ঘরে ছার পোকা হয় না, ফল ছার পোকার প্রকৃত ঔষধ, উত্তাপ। ছারপোকার গায় বিন্দুমাত্র তৈল লাগিলেও উহা তৎক্ষণাৎ মরে। কেহ কেহ তারপিন তৈল ছারপোকা নাশক বিবেচনা করেন। ছারপোকা রাত্রে যখন মশারির চাল হইতে হাত পা ছাড়িয়া দিয়া ঝুপ ঝুপ করিয়া পড়িতে থাকে, তখন উহা দেখিতে ভারি এক তামাসা।

আর একটি পোসকে শত্রু জোঁক। জোঁক না আছে প্রায় এমন স্থান নাই তবে অল্প আর বেশী। জোঁক অনেক রকমের আছে. তাহার মধ্যে চিনা জোঁক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ত্যক্ত করে। ইহাদের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া ভারি দায়। আমাদের এক জন বন্ধু পেণ্টুলন চাপকান পরিয়া এক দিন ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন, বাটী আসিয়া দেখেন গলায় এক চিনে জোঁক॥ পায়ে ষ্টকিং রবারের গারটার দিয়া উত্তম করিয়া আটকান আছে, তাহার মধ্যে এক জোঁক॥ এদেশে দার্জিলিং ও কাটামুণ্ডে জোঁকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপদ্রব। টানাশরিণ, হিমালয়, সিংহলদ্বীপ প্রভৃতি স্থানেও অনেক জোঁক আছে। তবে বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে জোঁকের যেরূপ প্রাদুর্ভাব এরূপ আর কোথা আছে কি না সন্দেহের স্থল। জোঁকের মুখে হুকোর জল ও লবণ দিলে মরিয়া যায় কিন্তু উহা নষ্ট করিবার প্রধান ঔষধ প্যাঁজ॥ মুখে ধরিবামাত্রে মুখ গুটায়। জোঁকও ভারি কঠিন প্রাণী এবং ময়লা হইতে উৎপত্তি হয়। এদেশে বলে যে, জোঁক শুখাইয়া চূর্ণ করিয়া গোময়ের মধ্যে কিছু দিন রাখিলে, অসংখ্য জোঁক জন্মে।

আর একটী পোনকে শত্রু আটালু॥ ইহা এক এক সময় এক এক স্থলে ভারি প্রাদুর্ভাব হয় এবং শরীরের যেখানে সেখানে গিয়া লাগিয়া থাকে॥ অনেক সময় কর্ণের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেখানে ডিম প্রসব করিয়া ভারি কষ্ট দেয়॥ আমরা এক বার ইহা দ্বারা বিস্তর কষ্ট পাই এবং আমাদের অনেক কর্ণের মধ্য হইতে আটালু বহির্গত হয়॥ ইহা লাগিলে আর ছাড়ে না, তবে কাঁচা আদা কি হরিদ্রা দিলে ইহারা ছাড়িয়া দেয়॥

সম্প্রতি আর এক জাতীয় পোনকে শত্রু আমাদের দেশে উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। মফঃস্বলে ইহাদের দৌরাত্ম্য আর এখন নাই। নগরে কিছু কিছু আছে কিন্তু তাহাদের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে কমিতেছে ও এখন এখানে তাহাদের সংখ্যা ৯২ জনের অধিক নয়।

We beg to remind our Moffusil friends that addresses to Mr. Routledge must reach Calcutta before the 20th Instant. Some jealous Anglo-Indian editors are circulating a report that on the occasion of the address a purse will be presented to him. Indeed a purse would be acceptable to many an Englishman but he is of different stamp. His enemies were already contemplating to cast reflections on the purity of his motives, but it is pity they will miserably fail.

Last week about 700 covers of the *Amrita Bazar Puttrika* were detained in the Post Office for two complete days. The printer forgot to print the words "Registered No &c." upon the paper and discovering the mistake when we were going to post them in our hurry we wrote the words by the hand. Of course we could not send all that day. On this the Post master of Calcutta kindly gave us information that under the circumstances he could not despatch the papers. We then printed the sacred words in slips and attached them upon the cover and then the Postal authorities were appeased, and we were forgiven on a promise never to do so again. Mind all of ye, Editors of Newspapers, never forget to *print* the indispensable words distinctly with ink no 1. How is it we ask that Newspapers which have not fulfilled this indespensable condition that is printed those sacred words "Registered &c., reach us and have been reaching us through the office since the inauguration of the Newspaper Postage Rules? To our common sense it appears that the object of registering Newspapers and putting the number of the register upon the cover is simply to prevent fraud and we do not at all see why it is indispensibly necessary to *print* the number. But common sense may sometimes be quite defferent from Postal sense, and we appeal to Mr. Tweedie, who we very well know exercises his common sense to set the matter to right. We need not tell him that we suffered an immense loss on account of the detention of the Papers. Perhaps no paper in India does contribute so much to the Post office as our paper does.

—ooo—

Jail Administration.—We adore the Anglo-Saxon race but there is something in it which we cannot appreciate. Our nature is quite different, and probably there are many things in us which the Anglo-Saxons cannot appreciate. The Hindoos are peaceful and mild. Their religion teaches them to treat with consideration the meanest flea, there are large numbers who actually carry brushes in their hands to drive away those poor insects, when they become troublesome. The number of Jains and Buddhists in India has been ascertained to be 4,500,000 and the number of Voishnabs probably exceeds 8 times the number. The belief of the ancient Saxon was that the happiness of heaven consisted in ceaseless slaughters! That ferocity was tempered by the peaceful precepts of Jesus no doubt, but the old spirit of the race never left them completely. That remnant of the old spirit is nowhere seen so vividly as in their treatment of the criminal population and their administration of Jails. To them a man detected of [illegible] oftentimes suspected of having co[illegible] crime is an outcast from [illegible] observe how prisoners [illegible] treated, and the large n[illegible] en who do not live to be sen[illegible] observe also the unlimited powe[illegible] the police officers enjoy in this [illegible] y. To be miserable it is not necessary in this country to commit a crime, the suspicion of having committed one will answer the purpose as well. Of the 60,618 persons sent up for trial, by the Police, 36,370 only were punished. Upwards of 24 thousand people were thus dragged from their homes and their families and many of them put into *hajut* which in plain words means jail; put into all sorts of trouble, physical and mental, which ruined a great many, killed some, gave an amount of vexation and trouble that neither Lord Northbrook, nor Mr. Campbell, or Col. Pughe can appreciate. And was the Police censured even for putting such a large number of innocent men into grief? Our impression is that the most approved servants of Government are those who zealously hunt after criminals. Here we see the trace of the old Saxon spirit again—the happiness of this earth consists in ceaseless cruelties. We would not be unfair to Mr. Campbell, he has on many occassions shown a kindness of temper which does credit to his heart. He promptly came forward to relieve the fever-striken Provinces with all means in his power, he never speaks of the ryot but with pity and sympathy, and now see the wonder of wonders, this gentleman positively exults in the spectacle of a large mortality in our Jails! He says. "But supposing we could by much *sacrifice of discipline and punishment* [*sacrifice!* it would be a great sacrifice no doubt, the sacrifice of *discipline*, the sacrifice of life is nothing to Mr. Campbell] to bring down the death rate to a very low figure, there is no doubt that we should be placed in a great dilemma and that our practical jail difficulties would be immensely increased." Why would the difficulties be increased? Because as Mr. Campbell says "this probability of dying in Jails being a great deterrent, if we succeeded in making our Jails healthy we would be compelled to make them disagreeable in many other ways." The inevitable conclusion of this sort of reasoning is that Mr. Campbell is very glad that so many people die in the Jails? Here is then another trace of the old saxon spirit. But there is only one defect in his reasoning. Why in case Jails are made healthy Government is bound to make them more disagreeable in other ways. His Honor does not explain.

Is not confinement, separation from family, disgrace, coarse diet, hard work, flogging and the oppression of warders and so forth quite sufficient? Admitting punishment to be necessary, there must be a limit to that punishment. If you carry the punishment principle far why not hang all, the short term and long term prisoners? Then the deterrent policy would be carried to its highest potency. So there must be a limit to the deterrent policy, and it appears from Mr. Campbell's own shewing that this policy has been already carried beyond its legitimate limits. The fearful mortality in our Jails shows that we have already carried the policy too far, and it is high time that we should recede a step back. It is very hard from what Mr. Campbell writes to come to any other conclusion than that His Honor is not only glad of the large d[illegible] rate of our Jails, but wants to i[illegible] He says "the harder the w[illegible]discipline, the greater the dea[illegible] complains that previously there[illegible] taken to secure the discipline o[illegible] takes credit of having done it him[illegible]short discipline is the pith and ma[illegible]f his jail reformations. Add to this the[illegible]is terrible mistake, terrible in its consequences, of treating short term prisoners with severity. Mr. Campbell does not allude to the fact, but certainly he very well knows it that the greatest risk to life is in the two first years of imprisonment. To this conclusion Dr. Mouat came after a laborious enquiry of many years. Mr. Campbell would subject these men, whom he calls short term prisoners, to a more rigorous discipline and a sharper punishment. Now let us put these ideas of Mr. Campbell together. The harder the discipline &c. the greater the death rate, the greatest number die in in the first two years of imprisonment, the short term prisoners should be subjected to a rigorous dsicipline, and as to the result let the public draw the conclusion. Then there remains one thing more to say and the spectacle is complete. We have now to give a description of short term prisoners. The total number of persons sentenced to imprisonment in 1869 were 22,751. But the terms of imprisonment were:—

Above two years.	...	277
Ditto one year	...	1978
Ditto six months	...	2748
Six months and under	...	17748

Now who are these short term prisoners? If we take them whose terms of imprisonment are 6 months and under, they are 18 thousand to the whole number of 22 thousand. So it comes to this: that when Mr. Campbell proposes sharp punishment and rigorous discipline to short term prisoners, he actually increases the terrors of the Jail and the suffering of the whole Jail population and that with a knowledge and a confession that the death rate of our Jail is fearful, and that harder the punishment and discipline the greater the death rate! Let it be borne in mind that these 18 thousand persons were punished for light offences such as stealing a mangoe, or beating a neighbour. Mr. Campbell thinks that the lives of persons who steal a mangoe or beat a neighbour are not worth the sacrifice of discipline in Jails. Does not this smack of the old Saxon spirit? As we said, we cannot appreciate this trait of the Anglo-Saxon character it is so different from that of ours. We only hope that God Almighty the father of the poor and the helpless will open the eyes of Mr. Campbell to the dreadful step that he is going to take. We especially hope as Mr. Campbell is not really a cruel man. We hope Mr. Campbell's Christianity will yet prove superior to his Anglo-Saxon tendencies.

—ooo—

Primary Education.—Mr. Grant had his time fully occupied with the indigo controversy, Mr. Beadon was rather a socialist and devoted himself to the development of the agricultural resources of the country; Mr. Grey was a man of routine, but Mr. Campbell is a reformer. India wanted rest, Mr. Grey knew it, and that was the secret of his popularity. Mr. Campbell thinks quite differently. To him every thing old is rotten to the core, and India cannot be regenerated but by weeding out old institutions altogether. Here is then the secret of his unpopularity. The Hindoos are the most conservative of all conservative nations and Mr. Campbell is the most thorough-going of all reformers. One thing only hampers Mr. Campbell, and it is a thing which is very scarce in India. He wanted money, but money was very difficult to be had. The Supreme Government tied his hands and he had two resources; in retrenchment or increased taxation. Retrenchment was if not impossible but a very difficult affair considering all circumstances especially when civilians and Europeans were concerned. Besides, he had increased demands to meet. He liked a strong executive and he did not choose to vest common deputies with large powers. He had therefore to import a large number of civilians and civilians who costed a great deal. Five years ago there were 563, and and now there are 632 covenanted members of the Bengal Civil Service. It is said that a retrenchment of Rs. 61,000 were made from the Police Department this year but he had as we said other demands to meet. The only department in which retrenchment was possible was the Education Department. No European except few Inspectors, Professors and the poor Director had any thing to do with the department and and it temptingly stood in the clutches of the Lieutenant Governor. He did not of course interfere with the pay of the European Servants of the Department but he adroitly managed to extract something from it, for the inauguration of his reforms. The natives raised a piercing howl, but the thing was easily got over, and His Honor got himself habituated to it. But even this did not quite suffice his wants. Fresh taxation was necessary, and fortunately Lords Lawrence and Mayo and the Duke of Argyll had paved his path. Those fools who on account of their simplicity were led to believe that the road cess was only for the purpose of making roads will now come to know, that though Government no doubt said as much at the time, practically the road cess will be employed for many other purposes besides road making. We distinctly said so at the time, and we were laughed at, but now here is an important admission from the Lieutenant Governor himself. He says in his Resolution dated the 30th September that: "The establishment of local road funds may be expected to set free some of the money hitherto devoted to material improvment." A cry was raised by Government that Government had no money at its disposal for the material improvement of Bengal; of course that cry was followed by the road cess. And now we are told that Government wishes to withdraw its contribution to the material improvement of the country. A nice trick no doubt this is, but such tricks do not enhance the popularity of Government, or respect for the governing bodies. This road cess is then a pet agent of His Honor, and no wonder that he should refuse to suspend its operations in flooded districts. But even this did not satisfy all the requirements of His Honor. He wanted more money and he had again recourse to fresh local taxation. And then followed His Honor's municipality Bill. When first introduced His Honor said that he wanted to teach Bengallees self-Government and he would not press for further taxation, but in the same resolution he says that "by the end of 1873-74 the new municipal system will be so far established that a considerable portion of the burden now assumed by Government may be taken over by the municipalities of considerable and prosperous villages, and that Town Municipalities will be able to support, or render self supporting some of the schools of a higher class which now absorb a large share of the educational grant." So the new Municipality bill of Mr. Campbell if passed is destined to supply the place of an education cess act besides helping the Government in various other ways. We dare say this part of Mr. Campbell's resolution has escaped the eye of the public or else it would have created a disagreeable sensation throughout the country. We are no doubt grateful to His Honor for the magnificent grant of 4 lacs of Rupees to extend education amongst the ignorant masses, but we are also bound to look at the source from which he expects to scrape the above sum. His Honor no doubt invokes the blessings of Providence, but it appears he expects asssstance from other quarters too. If His Honor exultingly views the trophy, we as tax-payers, are bound to look at the Bill. Now then this magnificient sum Mr. Campbell expects to derive from *first* the road cess fund—a fund to be created by assessing upon the incomes of the very poorest classes. The next source is the village municipality which will also be mainly supported by the poorest classes. Then thirdly the greater number of our Colleges has been abolished and fourthly the charge of maintaining our higher schools will be made over to the Town Municipalities and in return we shall have the advantage of 4 lacs of rupees for the education of the masses. On the advantage side we have then the mass education; on the disadvantage side the destruction of our higher institutions and the imposition of fresh taxation. There are some who are opposed to mass education, but a great many are in favor it. But there is none who is opposed to higher education and there is none who likes fresh taxation. Mass education without fresh taxation would be a boon indeed! Mass education with taxation would be popular to a small portion, but mass education with taxation and the destruction of some of the higher institutions would be a small return for a great sacrifice.

CORRESPONDENCE.

TO THE EDITOR OF THE AMRITO BAZAR PATRICA.

Sir,—The remarks which I am about to make in justification of Dr. Kastogree's conduct, in the late mariage of his daughter, are of such a nature as to call upon all Brahmos who are incensed at his action, once at least, to judge them calmly and dispassionately, before committing themselves further in the matter.

The sum total of Dr. Kastogree's sin, appears to be, that he did not marry his daughter by the Civil

Act after the Brahmos had objected to the marriage taking place under the Brahmic rites. This had set the dissenting editor of the *Mirror*, and the Brahmo Missionaries, with all their school-boy followers, to flood the *Mirror* with article, over articles, and to condemn his proceedings.

1. Originally Dr. Kastogree might have been one the memorialists for the legalization of Brahmo marriages, and had attended meetings, and proposed amendments in the original Brahmo Marriage Bill, but he might have changed his mind, when that relief was refused by the legislature, and a Godless, or Atheistic Civil Marriage Act, was passed in its place, which has no more connection with Brahmic rites and marriages than has the movements of the opposite hands, of the mariners compass.

While conversing the other day with a reverend gentleman of the church of England, he expressed the same view of the civil marriage Act passed in England and said that there, it serves the purpose of libertines, and vagabonds, admirably well. That the act will also prove a special boon to that class of people in this country, hereafter, needs no argument; already one or two marriages of that description has taken place elsewhere in Calcutta, and it will not be many years, before the act will have marked out a class of people, with whom no sensible man would willingly mix his fortune.

2. Every Brahmo who declares that he does not profess Hindooism for the purpose of marrying under the act, is a perjurer to his conscience. That Brahmo Dharmo is coeval with God, and his truth, no Brahmo will deny, but considering that Raja Ram Mohon Roy, and his successor Babu Debendro Nath Tagore, had primarily and mainly brought it to a separate existence from the sacred works of the Hindoos, a dissenting Christian, or Mohomedan, can be no more ungratiful to Christianity, or Islamism, than a Brahmo to Hinduism. The two letters of Babu Jodunath Chuckerbutty one of the dissenting Progressive Brahmo Missionaries, published in the "National Paper" of the 30th ultimo, bear out this view of the case more forcibly than arguments can. The new world was never new, but for Columbus's, discovery, and his name may be sooner forgotten, and astronomers may even deny Newton's discoveries, but a Brahmo, calling himself so, and having a heart and a soul, cannot ignore Hinduism.

3. In Hindoo marriages the parties are joined together in the name of God *Vishnoo*, the Preserver of Peace and the Protector of Universe. *Vishnoo* is no more a separate deity from God than God almighty is, from God the *creator and protector of all*, or from God the destroyer of sins. No sane man ought to be intolerent of a name when the spirit is not faulty with his own idea of it. So far Hindoo marriages may be called theistic marriages. As to other rites, idolatrous or not, these are interpolations into the ceremonials from time to time, to make marriages more pleasant, imposing, and solemn in the eye of all descriptions of people, who collect on the happy occasion, and doomed to be gradually eliminated from future marriages, with the progress of reform in Hindoo Society.

Now, in marriages by the civil act, God's name is intentionally excluded, a negative or rather atheistic declaration is first required to be made, then 2 men stand witnesses to it, or to a 3rd man joining the parties together. Hence if in one view, the marriages be not atheistic, in the other, they are idolatrous, in the Brahmic sense of the term, considering marriages to be sacred unions entered into before God only. If so why this outlandish innovation in the form of the marriages, to make them valid?

4. Can Brahmos deny that one provision of the Native Civil Marriage Act is in distinct contradiction to the tenets of the Brahmic Faith? The Act provides for divorce, Brahmo Dharmo positively declares against it, and provides that union once formed must be good here, and hereafter. Can Brahmos allow such inconsistencies to stand even in the newly invented compound form of marriage, wherein illegal Brahmo Marriages, and Civil Act Marriages are blended into one?

With regard to Dr. Kastagree's daughter's marriage if he had advised her a girl of 14 or 15 years only, as to what she should do, and she has acted the part of a dutiful child, in acting up to his counsels, can any person translate such filial duty, to submission under compulsion? If so, he either mistakes the meaning of the term, or utters deliberate falsehood.

Female rights Dr. Kastagree did declare, and, aught that I know, will continue to do so; it is a social reform and perhaps has its place next to his heart. The Brahmo opposers of female rights, had their share of rebuke in the hands of the public, and were obliged to make accomodations for ladies in the Hall of the Brahmo Mandir; but is that the sore point which has excited their revengeful guile, on the present occasion? None but those whose views are prejudiced, one sided, or narrow, would attempt to twist, and distort facts, to show inconsistency between that movement of his, and his duty in connection with the marriage of his under-age daughter.

The writer of the *Indian Mirror*, who has the pusillanimity to drag one's domestic affairs into the arena of journalistic criticism, ought once at least to look in, and question his conscience if all his actions are quite consistent with his Brahmic Faith.

To the Bramho Missionaries, I would ask, if they are quite, certain of having washed their hands clear of all connection with Hindooism. I know one or two little circumstances which oblige me to answer for them in the negative. Kastogree Babu's necessity for acting as he has done, sacrificing himself for the principle, was a trying one. It was a necessity which would otherwise have left him to choose the only alternative of an outlandish Civil marriage, diametrically opposed to the priciples of Brahmic Faith, denationalizing to the extreme, a step at once cruel and heart-rending to the dearest of his friends, and relatives, without adequate satisfaction to him, of having thereby advanced the cause of truth, or Brahmoism.

One question to the indignant Brahmos:—Having rennouced Hiodooism entirely, by what plea of religious morality, or conscience, do they continue to hold their wives, married under the Hindoo-rites still as wives before marrying them again under the new regime of what value is a sinner's repentance, when he still clings to, and enjoys the fruits of his sins?

Are these Brahmos also annoyed with Dr. Kastogree who still marry their children as he has done?

Are even those who, by the way, the school boys excepted, form the major portion of Progressive Brahmo community, and who still give sanction to the periodic worship of idols in their houses, &c. allow their dependant sisters, wives, &c. to live in supreme ignorance and to perform as many idolatrous ceremonies, if not more as there are days in the year? I say, are these progressive Brahmos even indignant with Dr. Kastagree? Then there is no help, and his condition is really to be deplored.

The truth is the Brahmo cause has suffered an undeniable defeat by the Brohmo marriages not being being declared legal by the legislature, as the Kuka marriages in Punjaub the Brahmos are entangled, civilly disabled, and confounded, and they must either make the Atheistic declaration of professing no religion to enjoy the benefit of the civil act, with however its evil (vide the divorce clause), or stick to the prevalent form of Hindoo Marriages.

Yours truly,
A Vindicator.

Calcutta 12, November 1872.

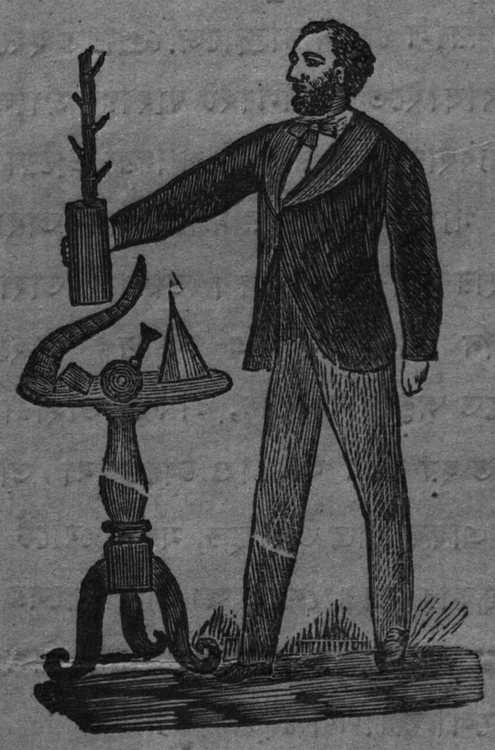

বিবিধ।

উপরে যে ছবিটি দেওয়া গেল,ওটি একটি বাজি করের ছবি॥ মুখটি ঠিক হয় নাই, কিন্তু সে বাজি করের দোষ নয়, যিনি খুদিয়াছেন তাহারি দোষ। ইনি চমৎকার বাজি দেখাইয়া থাকেন ও কখন কখন এমন ভ্রম জন্মান যে তাহা ইহ জন্মে সারে না॥ বাজিকরের মুখটি বেশ মিষ্ট, গভীর বুদ্ধি ও অসাধারণ বল॥ তিনি তোমাকে শুদ্ধ মিষ্ট কথা কহিয়া এমনি করিয়া বুঝাইয়া দিবেন যে তোমার আপনাকে স্ত্রীলোক বলিয়া ভ্রম হইবে ও তোমার ঘোমটা দিতে ইচ্ছা হইবে॥ মিষ্ট কথায় নিতান্ত না হয়, এমনি সূক্ষ্ম তর্কের ছটা আরম্ভ করিবেন যে, তুমি চারিদিকে আন্ধার দেখিয়া বাজিকর যাহা বলেন বাধ্য হইয়া তাহাই স্বীকার করিবে॥ ইহাতেও যদি না হয়, তখন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া চোখ পাকাইয়া তোমার আক্কেল গুড়ুম করিয়া ফেলিবেন॥ তখন আর না বলে কাহার বাপের সাধ্য? কিন্তু বাজিকর মুখের দ্বারাই প্রায় সমুদায় কাজ করেন॥ হাতে তাঁহার একটি বাঁসের চোঙ্গা। আমরা সকলে দাঁড়াইয়া॥ বাজিকর বলিলেন, দেখ দেখি এই চোঙ্গার ভিতরে কি? দেখ দেখি এই চোঙ্গার ভিতরে তোমরা রাস্তা, খাল, ঘাট, পণ্য দ্রব্য বোঝাই গাড়ি ও নৌকা, সুস্থকায় সবল সচ্ছন্দচিত্ত উত্তম পরিচ্ছদধারী কৃষকগা বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে কি দেখিতেছ না? আমরা বলিলাম না। ইহাতে বাজিকর বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন যে, তোমরা কৃষকদিগের শত্রু, তাহাদের সুখ দেখিতে পার না॥ এই জন্যে দেখিতে পাইতেছ না॥ আবার দেখ। এই বলিয়া নানা বাক বিতণ্ডার পর ভ্রম জন্মিল, সত্যই সকলে উহাই দেখিতে লাগিলাম॥ দেখিয়া মনে বড় আনন্দ জন্মিতে লাগিল॥ দেখ ছি দেখ ছি মনে একটু সন্দেহ হইল পাছে ভ্রম জন্মিয়াছে, ভ্রম দূর করিবার নিমিত্ত চক্ষু দুইটা মর্দ্দন করিলাম, মর্দ্দন করিয়া দেখি যে পথ ঘাট আর কিছুই নাই বাজিকরের থলিয়ার মধ্যে কেবল একটি খিল পড়িয়া আছে, ঐ খিল (wedge) (যে খিল করাতিয়ারা কাঠ ফাঁক করিবার নিমিত্ত ব্যবহার করিয়া থাকে) একজন কৃষকের ঘাড়ে বসান হইয়াছে, আর বাজিকরের মত এক জন লোক আস্তে আস্তে বসাইয়া দিতেছেন। ইতিমধ্যে বাজিকর চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, কি দেখিতেছ এই দেখ, ইহাই বলিয়া চোঙ্গা আবার আমাদের সম্মুখে ধরিলেন। দেখ, কৃষকেরা কেমন লেখা পড়া শিখিতেছে, বিদ্বান হইতেছে॥ আমরা সকলে দেখিয়া আনন্দে করতালি দিতে লাগিলাম। আহা! ইতি মধ্যে দেখি কি যে সে আর কিছুই নাই, কেবল মাত্র একটা ঝুম ঝুমী। বাহির করিয়া দেখি যে, উহার দাম এক পয়সার বেশী হইবে না, কিন্তু বাপ্‌রে বাপ্, শব্দ যে করে একবারে গগণ ফাটাইয়া দেয়॥ বাজিকর আবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, উহা যেতে দেও আবার চোঙ্গার মধ্যে দেখ। দেখ গ্রামের সভা হইয়াছে। লোকে বক্তৃতা করিতেছে, আপানাদের স্বার্থ বুঝিয়া লইতেছে, আত্ম শাসন শিক্ষা করিতেছে॥ এবার আমরা সকলে একত্র হইয়া বলিলাম, না, আমরা কিছু দেখিতে পাইতেছি না। ইহাতে বাজিকর তর্ক আরম্ভ করিলেন। "শুন প্রাণের বন্ধুরা যেহেতু——।" আমরা চীৎকার করিয়া উঠিলাম, সুতরাং বাজিকর আর করেন কি, আমাদিগের খোসামোদ করিতে লাগিলেন। সে যে খোসামোদ? আবার ভ্রম উপস্থিত হইবার যো হইয়াছে, আর দেখি কি যে সে সভায় সভ্য মাত্র নাই, কেবল একা সভাপতি (ইনিও বাজিকরের মত লোক) বসিয়া আছেন, আর একটি প্রকাণ্ড জোঁক, একজন জীর্ণ, শীর্ণ কৃষকের হৃদয়ের শোণিত পান করিতেছে। দেখিয়া কষ্টে মুখ ফিরাইলাম। বাজিকর আবার বলিলেন দেখ দেখি, এখন কি দেখা যায়। আমরা দেখি কি যে, দেশ বদমাএস শূন্য হইয়াছে, চোর নাই, ডাকাইত নাই। বিচারপতি সকলে দোষ শূন্য। দেখি, মাজিষ্ট্রেট গণ সমুদায় বসিয়া আছেন ও তাহাদের মাথায় মুকুট,কিন্তু তাঁহাদের মুখ দিয়া দয়া ও ধর্ম্ম টপ টপ করিয়া বাহিয়া পড়িতেছে॥ আমরা দেখিয়া পুলোকিত হইলাম॥ ইহাতে বাজিকর ঈষৎ হাস্য করিয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা চোঙ্গাটি ধরিয়া বলিলেন দেখ দেখি এখন কি দেখিতেছ। দেখি কি, এখনও বলিতে ভয় করে, যে চোঙ্গার মধ্য হইতে একটি গিরা সংযুক্ত বাঁশ পর্ব্বে পর্ব্বে বাহির হইতে লাগিল। একটী একটী গিরা বাহির হয় আর দর্শকগণ ভয়ে পলায়ন আরম্ভ করিল এবং বাজিকরের বাজি ভাঙ্গিয়া গেল।

—০—

সংবাদ।

—বোষ্টনে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৯০০টি বাণিজ্যালয় ও আনুমানিক ১৬ কোটি টাকা নষ্ট হইয়াছে॥

--গত ২৮শে অক্টবর চট্টগ্রামে ও মঙ্গড়ু নামক স্থানের মধ্যে যে সমুদয় গ্রাম আছে সেখানে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। গত ২৪। ২৫ অক্টবরে যে সময় বৃষ্টি হয়, তখন যশোরের নদীতে এত জল বৃদ্ধি হয় যে প্রায় গত বৎসরের ন্যায় বন্যা আসে। জল প্রায় ৭।৮ দিন থাকে এবং শস্যের বিস্তর অনিষ্ট করে। অমারা শুনিলাম এ বৃষ্টিতে যশোহর অঞ্চলের হৈমন্তিক খন্দের বিশেষ অনিষ্ট করিয়াছে এবং খেজুরের এরূপ বিঘ্ন জন্মাইয়াছে যে অদ্যাপি সেখানে নূতন গুড় অতি অল্প পরিমাণে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

--অময় নামক একটী স্থানে ডেঙ্গুজ্বর এরূপ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে যে প্রায় ১০ হাজার লোক উহা দ্বারা শয্যাগত হইয়াছে। ডেঙ্গু সম্ভবতঃ পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিবে।

— হেলার সাহেব যিনি গত বৎসর এখানে অলৌকিক ব্যাপার সমুদয় দেখাইয়া ছিলেন তিনি জাবা দ্বীপে উপস্থিত হইয়া সোহোনামক স্থানের সম্রাটকে বাজি দেখান এবং রাজা বাজি দেখিয়া এরূপ মোহিত হন যে তিনি হেলার সাহেবকে হিরকের এক খানি ক্রস ও মিস হেলারিকে ৭৪ খানা হিরক যুক্ত এক খানি অলঙ্কার পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন।

— লড নর্থ ব্রুক ১৪ নবেম্বর বোম্বাইতে পৌঁছিবেন। তিনি ড্যালহাউসী ষ্টিমারে গিযা তথায় উপস্থিত হইবেন। জাহাজ মায়না নামক বন্দরে লাগিবে। উহাতে ছয় শত লোক বাস করিতে পারে এই রূপ একটী গৃহ প্রস্তুত হইতেছে।

—রূস দেশীয় এক জন পণ্ডিত বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতির নিমিত্ত জাহাজে দেশ ভ্রমণে প্রবর্ত্ত হন। তিনি নব গিনিতে উপস্থিত হইয়া উহার অভ্যন্তরে বিজ্ঞানুশীলনের নিমিত্ত প্রবেশ করেন। সঙ্গে এক বৎসরের উপযোগী আহারাদি গ্রহণ করেন। নব গিনিতে রাক্ষস আছে এই রূপ অনেকে বিশ্বাস করেন এবং পাছে তাহারা তাঁহাকে খাইয়া ফেলে এই ভয়ে তাঁহাকে সকলে সেখানে যাইতে বারণ করেন॥ তিনি শুনেন না। এক্ষণ এই রূপ রাষ্ট হইয়াছে যে রাক্ষসেরা তাঁহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে। রুস গবর্ণমেণ্ট তাঁহার অনুসন্ধান নিমিত্ত লোক প্রেরণ করিতেছেন।

—গত রবিবারে গবরর্ণর জেনারেলের কতক কতক আসবাব রেলগাড়ী দ্বারা কলিকাতায় পৌছিয়াছে॥ ইহার মধ্যে ৯৭ টী বাক্সে তাঁহার আহারোপযোগী রোপ্য বাসন পাত্র আসিয়াছে॥ ২১ টি কাঠের কেসে তোষাখানার আসবাব ও ও জহরাদি আসিয়াছে॥ এতদ্ভিন্ন দরবারের সময় যে স্বর্ণ নিশান ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহাও আসিয়াছে॥

—আমরা এই সম্বাদটি কোন বিলাতি কাগজ হইতে উদ্ধৃত করিলাম॥ একজন মেম ঘরে শয়ন করিতে গিয়া দেখেন যে তাহার খাটের নিচে এক জন চোর বসিয়া রহিয়াছে॥ তিনি ভয়ে দিশিহারা হইয়া কি করেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না॥ একবার ভাবিলেন যে, দুয়ার খুলিয়া পলায়ন করিবেন, কিন্তু পাছে চোর তাহাকে আটকায় তাহার এই ভয় হইল॥ তিনি আর কিছু সাব্যস্ত করিতে না পারিয়া এক খানি বাইবেল বাহির করিলেন এবং বাইবেল খুলিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন॥ তিনি প্রথম আত্ম রক্ষার নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। তাহার পরে অপরকে ঈশ্বর পাপ হইতে বিরত করুন এই রূপ প্রার্থনা করিলেন॥ অবশেষে প্রার্থনা করিলেন "ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করেন, তবে অদ্য রাত্রেও অনেক দুষ্কর্ম্মকে দুষ্কর্ম্মের যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিতে পারেন॥" তিনি এই প্রার্থনাটি ঐকান্তিক মনে করিলেন। প্রার্থনা সমাধান্তে শয়ন করিলেন॥ চোর খাটের নিচে হইতে আস্তে আস্তে উঠিয়া বলিল, মেম আমি তোমার কোন অনিষ্ট করিবনা, আমি চলিলাম॥ তুমি ঈশ্বরের নিকট যে প্রার্থনা করিলে তন্নিমিত্ত তোমাকে ধন্যবাদ॥ চোর ইহা বলিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিল॥ ইহার কতকদিন পরে এই মেম এক স্থানে গিয়া সেখানে একটি উপাসনা মন্দিরে উপস্থিত হন॥ ধর্ম্ম যাজক একটি উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা কালীন উক্ত ঘটনাটী আদ্যোপান্ত বর্ণন করেন। বক্তৃতা শেষ হইলে মেম সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি উক্ত বিষয় কাহার নিকট শুনিয়াছেন? ধর্ম্ম যাজক একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন "আমিই সেই চোর এবং সেই মেমের প্রার্থনাতেই আমি নূতন জীবন লাভ করিয়াছি।" মেম সাহেবও তখন আত্ম পরিচয় প্রদান করিলেন।

—ইউরোপ হইতে মান্দ্রাজে যে মেল আইসে তাহা রেলের গাড়ী বাহির হইয়া গেলে বোম্বাইতে ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করিত॥ গবরর্ণর জেনারেল আজ্ঞা দিয়াছেন যে, যদি ট্রেন বাহির হইয়া যায় তবে মেল স্পেসিয়াল ট্রেনে মান্দ্রাজে প্রেরিত হইবে॥

—বোম্বাইতে গ্যাসলাইট যাহারা জালে তাহারা মোই ব্যবহার না করিয়া বাঁশ দিয়া উঠিয়া আলো জালিত॥ গ্যাস বিভাগের ম্যানেজার তাহাদিগকে মোই ব্যবহার করিতে বলেন। তাহারা তাহা শুনে না॥ তিনি পোলিসকে এ বিষয়ে তাহাদিগকে বাধ্য করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু তাহারা কোন মতে স্বীকৃত হয় না॥ ইহারাও ছাড়ে না তাহারাও শুনে না॥ এদিক রাত্র উপস্থিত, সহরে মোটে আলো নাই॥ অন্ধকার ময়॥ শেষে অগত্যা গ্যাসের ম্যানেজার পরাস্থ মানিলেন এবং তাহারা বাঁশ দিয়া উঠিয়া আলো জালিল॥

—লেফটেনেণ্ট গবরনর সাব্যস্ত করিয়াছেন কোর্ট অব ওয়ার্ডে যাহারা কর্ম্ম করিবেন তাহারা পেনশন পাইবেন না। গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারী যদি কোর্ট অব ওয়ার্ডের কার্য্যে নিযুক্ত হন তিনি পেনশন পাইবেন॥ কেহ যদি যোগ্যতার সঙ্গে কোর্ট অব ওয়ার্ডে কাজ করেন, তবে তিনি নেটিব সিবিল সরবিস পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারিবেন॥

—বন বিভাগে কর্ম্মচারী নিযুক্ত নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট এক খানি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন॥ এবং যদিও গবর্ণমেণ্ট আপাতত কেবল পাঁচ জন মাত্র কর্ম্মচারী চান, তথাচ কেবল স্কটলাণ্ড হইতে কর্ম্মের নিমিত্ত এক হাজার দরখাস্ত পাড়িয়াছে॥ আমরা এটি দেখিয়া কতক সান্ত্বনা পাইলাম॥ আমাদের দেশের ন্যায় আরো হতভাগা দেশ আছে॥

—একজন আমেরিকান লিখিয়াছেন যে, আমরা অলৌকিকরূপে সুখী ও আমরা উচ্চদরের ধর্ম্ম নীতিজ্ঞ। আমাদের কেহ মুনিব নাই, তবে কর্ত্তা ব্যক্তি আছেন, আমাদের মধ্যে দোকানদার নাই তবে আমাদের সাহায্যার্থে অনেক লোক আছে, আমাদের মধ্যে দোকান নাই তবে ষ্ট্যাবিলিসমেণ্ট আছে, আমাদের মধ্যে চাকর নাই তবে সাহায্যকারী লোক আছে, জেলার নাই তবে তত্ত্বাবধায়ক আছে, এখানে বেত্রাঘাত নাই তবে সংশোধনার্থে শাস্তি আছে, কেহ ঋণ পরিশোধে অপারগ হয় না তবে কেহ কেহ করার মত টাকা দিতে বিলম্ব করে, কেহ ক্রোধাভিষ্ট হয় না তবে কিছু উত্তেজিত হয়, কেহ চিড়চিড়ে হয় না, তবে কাহার কাহার ধাতু কিছু উগ্র, কেহ মাতাল হয় না, কেবল এইটুকু জানা যায় যে তিনি মদ খাইয়াছেন॥

—ঢাকাপ্রকাশ বলেন, প্রোফেসর এডয়ার্ড এখানে কয়েকদিন হইতে এক রকম ভোজের বাজি করিতেছেন। প্রথম দিন ঢাকার পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ অভিনব বলিয়া দর্শকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল কিন্তু প্রোফেসর সেদিন যো করিতে পারেন নাই। দর্শকগণ এতদূর অসন্তুষ্ট হইয়াছিল যে দ্বিতীয় দিবস রিজার্ব আসন ব্যতীত পনের জন দর্শক হইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। যাহা হউক দ্বিতীয় দিন তামাসা অধিকতর মনোহর হইয়াছিল, ঘটিকা যন্ত্র হইতে ইচ্ছানুসারে টুন টুন শব্দ নির্গত করা, কোন ব্যক্তির হস্ত ধৃত অঙ্গুরীটীকে অন্য হস্তে লইয়া যাওয়া, শূন্য টুপী হইতে বন বন রুমাল ও টাকা বাহির করা, অক্ষয় বোতল হইতে দারুময় সর্প, মালা, লাল, কাল ও শুভ্র ডোর ও দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাতি বাহির ও এতদ্রূপ অন্যান্য নানা প্রকার বুদ্ধির অগম্য তামাসা করা বাস্তবিকই মনোহর এবং বিচিত্র॥

--একটি স্ত্রীলোক তাহার বিবাহের প্রথম দুই বৎসর বাপের বাটী অবস্থিতি করে তাহার পর শ্বশুর বাড়ী যায়॥ দিন আষ্টেক থাকিয়া সেখানে সে সহসা অচৈতন্য হইয়া পড়িল এবং এইরূপ অবস্থায় দিন দুই তিন রহিল॥ তাহাকে বাপের বাটী পাঠাইলে সে আরাম হইল॥ তাহার পর ৪।৫ বৎসর পর্য্যন্ত যখন সে শ্বশুর বাটি যাইত তখনই অচৈতন্য হইয়া পড়িত॥ তাহার স্বামী তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিত এবং তাহারও স্বামীর উপর অত্যন্ত অনুরাগ ছিল, কিন্তু কি আশ্চার্য্য যে তাহার স্বামী সম্মুখে আইলে অমনি সে অচৈতন্য হইয়া পড়িত॥ এইরূপ হওয়াতে সে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার পিতা এই নিমিত্ত আদালতে অভিযোগ করিল যে, যেখানে তাহার কন্যাস্বামীর ঘর করিতে পারে না, সেখানে তাহার স্বামী স্বতন্ত্র রূপে অবস্থিতি করিতে পারে এই রূপ কোন উপায় করেন॥ স্ত্রীটি বিচারালয় উপস্থিত আছে ইতি মধ্যে তাহার স্বামী তথায় প্রবেশ করিল এবং যে প্রবেশ করিয়াছে আর তৎক্ষণাৎ সে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে হাঁস পাতালে লওয়া হইল এবং সেখানে ডাক্তার সাহেব চিকিৎসা করিতে লাগিলেন॥ এইরূপ অবস্থা যখন তাহার হইত তখন তাহার শরীর মধ্যে অনেক বিকৃতি লক্ষিত হইত, সে বজ্জাতি করিতেছে কি না ইহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত সে যেখানে শয়ন করিয়া রহিয়াছে সেখানে তাহার স্বামীকে বস্ত্র দ্বারা মণ্ডিত করিয়া উপস্থিত করা হয়। তাহার স্বামী এইরূপে গোপনে সেখানে উপস্থিতহইল, আরসে বলিয়া উঠিল তাহার শরীরের মধ্যে কি অসুখ বোধ হইতেছে॥ এই রূপ আর একবার তাহার স্বামী যে উপস্থিত হইয়াছে অমনি সে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছে॥ তাহার স্বামী চলিয়া যে গিয়াছে আর অমনি তাহার ব্যারাম আরাম হইয়াছে॥ ডাক্তার দেখিয়া সাব্যস্থ করেন যে তাহার স্বামী তাহাকে মেসমেরিজম করায় তাহার এইরূপ হইত॥

—গত যুদ্ধের পূর্ব্বে ফ্রান্সে সমুদয় লাইব্রেরি কুড়াইয়া ৬২৩০০০ খানা পুস্তক ছিল। ইংলণ্ডে ১৭৭২০০ খানা। ইটালিতে ৪২৫০০০০ খানা। অষ্ট্রিয়ায় ২৪৮৮০০০ খানা। প্রুসিয়ায় ২০৪০০০ খানা। রুসিয়ায় ২০৪০০০০ খানা। ব্যাবেরিয়ায় ১২৬৮৫০০ খানা। বেলজিয়ামে ৫১০০০০ খানা। সমুদায় ঠিক দিলে ইউরোপে দুই কোটি পুস্তক আছে। যদি এক মিনিটে ইহাদের টাইটেল পেজ পড়িতে লাগে, তবে ৪০০ বৎসরের কমে এই সমুদায় পুস্তকের শুদ্ধ টাইটেল পেজ পড়িয়া উঠা যায় না।

—তুর্কিস্থানের মধ্যে কুঞ্চিনজার নামক এক স্থানে একটি স্ত্রীলোক বাজারে ফল ক্রয় করিতে ছিল। ইতিমধ্যে এক জন রুসিয়ান তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে সে বিবাহিতা কি না এবং যদি সে সিবাহ না করিয়া থাকে, তবে সে তাহার সঙ্গে সৈন্য দলের মধ্যে যাইতে প্রস্তুত আছে কি না? স্ত্রীটি সৈন্যের এই রূপ রূঢ় বাক্য শুনিয়া বলিল, পরমেশ্বর তোমার জিহ্বা দ্বিখণ্ড করুণ ও তোমার রাজার রাজ্য বিনষ্ট করুন। যিনি তোমাকে এ দেশ আক্রমণ করিতে পাঠাইয়া ছিলেন তাহার মরণ হউক। তোমার এ কুকর্ম্মের ফল ঈশ্বর অচিরাৎ দিবেন। অফগানিস্থান ত তোমাদের কখনো হস্তগত হইবেনা। দুর্ভাগ্যক্রমে উকজুন ও শিয়ার আলির পরস্পর শত্রুতা হইয়াছিল নতুবা সমরকন্দও পাইতে হইত না। এইরূপ তিরস্কারে ক্রোধান্বিত হইয়া রুসিয়ান যোদ্ধা উক্ত স্ত্রীলোকটিকে এরূপ আঘাত করে যে তাঁহার মৃত্যু হয়। যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল তাহারা সকলেই স্ত্রী লোকটীর সাপক্ষ হইয়া যোদ্ধার প্রতি আক্রমণ করিল ও তাহাকে আহত করিয়া সমস্ত শরীর রক্তময় করিয়া ফেলিল। সৈনাধ্যক্ষ এই সংবাদ পাইয়া বলিলেন যে, তাহার অধীনস্থ যোদ্ধা যেরূপ কুকর্ম্ম করিয়াছে তাহাতে তাহার উপযুক্ত শাস্তি হয় নাই এবং তৎক্ষণাৎ এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে যদি সৈন্যদের মধ্যে কেহ কোন অত্যাচার করে তবে সে বিশেষ রূপে দণ্ডনীয় হইবে।

—সার উইলিয়াম ম্যুর প্রস্তাব করেন যে, দূর হইতে যে সকল জুরিদিগকে আহ্বান করা যাইবে, তাহাদিগের পাথেয় দেওয়া কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন। সহরের বাহির হইতে যে সকল জুরি আসিবে, তাহাদিগকে খোরাকী ও পাথেয় স্বরূপ প্রতিদিন ৫ টাকা হিঃ দেওয়া হইবে।

—ক্যাম্বেল সাহেবের নেটিব সিবিল সারভিস ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছেন।

—আমরা দুঃখিত হইলাম, কাশ্মিরের মহারাজা রেসমের যে কারবার করিতে ছিলেন, বন্দবস্তের বিশৃংখলার দরুণ তাহাতে বিস্তর লোকসান হইয়াছে।

—বানারসে এক জন সম্ভ্রান্ত কবি দুটি সোনার ঘড়ি চুরি করিয়া পলায়ন করেন। রামনগর ঘাটে তিনি ধৃত হন। প্রথম চুরির বিষয় তিনি অস্বীকার যান, কিন্তু তাহার সম্মুখের নদী হইতে যখন ঘড়ি দুটি উঠান হইল, তখন তাহার মুখ চুন হইয়া গেল। ঘড়ি দুটি তিনি জলের নীচে সারিয়া রাখিয়াছিলেন পরে তিনি প্রকাশ করিলেন।

—ত্রিচন পল্লিতে সম্প্রতি একটী শোকাবহ ঘটনা হইয়াগিযাছে। ত্রিচন পল্লীর একজন সম্ভ্রান্তব্রাহ্মণের পুত্র তাহার পিতার গৃহ হইতে কি চুরি করে। তাহার পিতা সেই নিমিত্ত তাহাকে তিরস্কার করেন,এই নিমিত্ত সে বন্দুক দ্বারা আত্মহত্যা করিয়াছে। ইহার বয়স ২০ বৎসর। সে মরিবার সময় কাগজে লিখিয়া গিয়াছে যে তাহার অদৃষ্টে ছিল তাহাতেই এই রূপ মৃত্যু হইল এবং সে চুরি করিয়া মনে ট পাইয়াছে।

প্রেরিত পত্র।

চট্টগ্রাম কারাগার।

সম্পাদক মহাশয়,

আমার গত পত্রে এই শিরোনামাংকিত চট্টোগ্রামের কারাগার সংক্রান্ত যে একটী শোচনীয় ঘটনা আপনার কাছে প্রকাশ করিয়াছি, তৎসংবন্ধে আমার মত প্রকাশ করিব বলিয়া আপনার কাছে প্রতিশ্রুত ছিলাম। অতএব অদ্য সেই বিষয় দুই চারিটি কথা বলিতে আসিলাম।

আমার পূর্ব্ব পত্রে আপনি জানিতে পারিয়াছেন যে আমাদের মহামান্য জর্জ ফিল্ড সাহেব উক্ত ঘটনার মূলীভূত কারণ। ইহার চরিত্র সম্বন্ধে গুটিকত কথা না লিখিলে আমার মত অপনি সম্যক রূপ বুঝিতে পারিবেন না। ইহার পূর্ব্ব কৃত সমুদায় আপনি ও কথঞ্চিৎ শুনিয়া থাকিবেন, অতএব এই কথা বলিলেই আপনি সহজে বুঝিতে পারিবেন যে পূর্ব্বে তাঁহার যেই সকল দোষ অঙ্কুরিত দেখিয়াছিলেন তাহা এখন বিশুদ্ধরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে। আমারা স্বীকার করি যে, তিনি একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি শালী এবং বিদ্বান লোক, কিন্ত তাঁহার নীতিজ্ঞানাভিমান এত প্রবল এবং তিনি আপানাকে এতদূর অভ্রান্ত এবং অমানুষিক শক্তি সম্পন্ন বিবেচনা করেন যে তাঁহাকে তাঁহার সদগুণ রাশি বিষাক্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

অধীনস্থ লোক দিগের মধ্যে মুনসেফ হইতে ক্ষুদ্র এপ্রেণ্টিস পর্য্যন্ত তাঁহার জ্বালায় অস্থির। এই দীর্ঘ অবকাশের সময় মুনসেফের আমালারাও তাঁহার অনুমতি ভিন্ন কার্য্য স্থান পরিত্যাগ করিতে পারে নাই; সমস্ত কর্ম্মচারিরা বদ্ধ পরিকর হইয়া ধর্ম্মাধিকরণে প্রহরির কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। ইহার উপর আবার অনিবার 'সর্কিউলার" বাণ বর্ষণ এবং প্রকাশ্য বিচারাসনে বসিয়া নিন্দা। এতদ্ভিন্ন নিজের খানসামা, বাবর্চি আয়ার নামে কতবার ফৌজদারিতে '৬টা মনক্কা চুরির, ইত্যাদি গুরুতর অপরাধের জন্যে সাহেব স্বয়ং অভিযোগ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই॥

অপর বিচার সম্বন্ধে ফীল্ড সাহেব যদিও মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে তাহার সাদৃশ বিচারক পৃথিবীতে কদাচিৎ ভুলক্রমে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে তাঁহার বিচারে এই প্রদেশে কেহই সন্তুষ্ট নহে॥ সকলে তাঁহাকে ফৌজদারী বিষয়েও এক প্রকার উত্তম বলিয়া জানে কিন্তু দেওয়ানি মকদ্দমাতে তাঁহার নম্বব খারিজের চোটে দেশ শুদ্ধ অস্থির॥ সম্পাদক মহাশয়, পুথি বাড়িয়া যাইতেছে, অতএব গুণানুবাদ এই খানেই শেষ করিলাম, এখন যাহা সাধারণ কথায় লিখিলাম তাহা ভবিষ্যতে প্রয়োজন মতে সবিশেষ দৃষ্টান্ত সহ লিখিবার বাসনা রহিল॥

এতাদৃশ মহাপুরুষ বন্দিদিগের দুর্ভাগ্য বশতঃ চট্টোগ্রাম কারাগারে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং এতাদৃশ ব্যক্তি কারারক্ষকের প্রতিবিধান না শুনিয়া হিন্দুদিগের রন্ধন শালা পবিত্র করিতে প্রবেশ করিবার সময়ে যদি কোন কর্ত্তব্য বিমুঢ় নাস্তিক কয়েদি তাঁহার প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে তবে তাহাকে তিনি কঠিন রূপে ব্যবহার করিয়া ন্যায্য কার্য্যই করিয়াছেন॥ তিনি যদি তাহাকে ২।১ ঘুসা মারিয়া থাকেন, সেই গুলি আইন সিদ্ধ ঘুসাই মারিযাছেন, কারণ তিনি আইন ভিন্ন কথাই কন না এবং সেই ঘুসার দ্বারা তাহার অপকার কি ক্লেশ সম্ভাবনা দূরে থাকুক আমরা ভরসা করি যে সে কারামুক্ত হইলে একজন ভয়ানক নীতিজ্ঞ হইবে। তদ্ভিন্ন এই নাস্তিক কার্য্যের জন্যে শতাধিক কয়েদিকে অনসনে রাখিবার আদেশ এবং ডাক্তর সাহেবের পত্রের প্রতি উত্তরে তাহা সমর্থন অবশ্য তাহার খ্রিষ্টীয়ান ধর্ম্ম এবং আইন সিদ্ধ তাহা কে সন্দেহ করিবে? যে সন্দেহ করে সে যেন একবার এই ৪ দিবসের উপবাস মনে করে॥

মাজিস্ট্রেট সাহেবের কার্য্য গুলিন আমার পূর্ব্বপত্রে যেরূপ চিত্রিত হইয়াছে, তাহা দোষাবহ সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার চরিত্র আপনি কথঞ্চিৎ অবগত থাকিলে বোধ হয় তাহাকে এত দূর দোষী করিবেন না। অনেক অংশে তাহার চরিত্র জজ সাহেবের বিপরীত। আইনের বড় এক খানি খবর রাখেন না, আপনার সহজ জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে অনেক সময়ে কার্য্য করিয়া থাকেন। রাগ ২৪ ঘণ্টা তাহার নাশাগ্রে বিরাজ করেন, কিন্তু সেই রাগ প্রভাতের মেঘাড়ম্বর বৎ—যত গর্জ্জে তত বর্ষে না। তাঁহার বহির্দৃষ্টি অতিশয় ভয়ঙ্কর, দর্শন মাত্র লোক কম্পিত কলেবর হয়; কিন্তু সেই কর্কশ মুর্ত্তির ভিতর এমন একটী দয়ার স্রোত প্রবাহিত হয় যে তাহাতে লোকের সকল দুঃখ বিস্মৃত করিয়া শীতল করে। চট্টগ্রামের কি সহরে কি পল্লিগ্রামে এমন দরিদ্র নাই যে তাঁহার কাছে প্রতিমাসে কিছু না কিছু না পাইয়া থাকে; তিনি যখন মফঃস্বলে বাহির হয়েন, তখন রাশিকৃত সিকি দু আনি তাহার সঙ্গে থাকে, এবং দৃষ্টি পথের কোন ভিক্ষুকই শূন্য হস্তে যায় না। বিচার আসনে বসিয়াও যখন কোন ব্যক্তির শোচনীয় অবস্থা দর্শন করেন, তাহাকে বসন এবং অর্থ দান করিতে ত্রুটি করেন না। অধীনস্থ কোন কর্ম্মচারীর মৃত্যু হইলে যাহার দ্বারা তাহার আশ্রয় হীন পরিবার প্রতিপালন হইতে পারিবে প্রাণপণে এমন লোক নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করেন। বাস্তবিক উপযুক্ত কোন কর্ম্ম চারীর পদোন্নতির কি বেতনোন্নতির জন্যে অনুরোধ করিবার সময়ে তাহার লেখনি ঝটিকা বেগে চলিতে থাকে এবং প্রতি শব্দে দয়া বর্ষণ করিতে থাকে। সম্পাদক মহাশয়, অধিক কি লিখিব, ইহাকে প্রথম আমরা যেইরূপ ভয়ানক লোক মনে করিয়া ছিলাম, তিনি ফলতঃ সেইরূপ নহেন, প্রতিদিন আমরা তাঁহার আন্তরিক মহত্বের প্রমাণ পাইতেছি, দিন দিন তাঁহার চরিত্রের উগ্রতা হ্রাস হইতেছে, এবং আমাদের দৃঢ বিশ্বাস তাহার ব্যবহারের কার্কশ্য এবং স্বজাতি পক্ষপাতিত্ব যদি আরো কিঞ্চিৎ লাঘব হয়, তবে তিনি অচিরে চট্টগ্রামে উপাস্য হইবেন।

তাঁহার গুটীকত দোষও আছে। তিনি এক গুঁয়ে কিঞ্চিৎ অধিক স্বজাতি পক্ষপাতী এবং আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারির প্রতি যেইরূপ বাঘের মত ব্যবহার করেন কমিশনর কি জজের সঙ্গে সেই পরিমাণে সাহস প্রদর্শন করেন না। ইহাদিগকে কিছু অধিক শংকা করেন। এই শেষোক্ত দোষ নিবন্ধন তাঁহাকে এইশোচনীয় বিষয়ে দোষী হইতে হইয়াছে। কয়েদিরা তাহার আজ্ঞা অবমাননা করিয়াছে বলিয়া বোধ করি ফিল্ড সাহেব তাঁহাকে সংবাদ দিয়া থাকিবেন। ক্লে সাহেবের যেইরূপ চরিত্র পূর্ব্বে চিত্রিত করিয়াছি, এই সংবাদ তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট, তিনি একেবারে অগ্নি অবতার হইয়া জেলে উপস্থিত হইলেন এবং উন্মাদবৎ কার্য্য করিলেন; তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, বোধ হয় যে ফিল্ড সাহেব যাহা কহিয়াছেন, তাহা কখন অন্যায় হইতে পারে না; কিন্তু পর দিবস রতি বাবুর মুখে যখন শুনিতে পাইলেন যে তাঁহার আজ্ঞাধীন কার্য্য করিলে, কয়েদিদের জাতি ত্যাগ হইবে, তখন তাঁহার সহজ জ্ঞান তাঁহার রাগান্ধতাকে পরাভব করিল এবং হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক করিল, তিনি এক মূহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা না করিয়া কমিসনরের দিকে চলিলেন।

এই কারণে সম্পাদক মহাশয়, যদিও ক্লে সাহেবের কার্য্য নিতান্ত গর্হিত হইয়াছে, আমরা তাঁহাকে তত দোষী করিতেছি না। কিন্তু ফিল্ড সাহেবের কি উত্তর—আমরা জিজ্ঞাসা করি, রাজনীতিজ্ঞ ফিল্ড সাহেবের কি উত্তর? এই মাত্র একজন বন্ধুর মুখে শুনিলাম তিনি দেশীয়দিগের সামাজিক আচার অবগত নহেন বলিয়া এইরূপ কার্য্য করিয়াছেন, কমিশনরের কাছে এই উত্তর দিয়াছেন; এই কথা যদি সত্য হয় ফিল্ড সাহেব মুখ রাখিবেন কোথায়? অল্প দিন হইল তিনি সমবেত উকিলদিগের এবং জন সাধারণ সমক্ষিত বিচার আসন হইতে বলিয়াছিলেন যে তিনি এই দেশীয়দিগের রীতিনীতি যতদূর অবগত আছেন, এমন কোন দেশীয় বিচারকেরাও নাই! তাঁহার এই আপত্তির দরুন তাহাকে যদি নির্দ্দোষী বলা যায় তাহা হইলে আইন অনভিজ্ঞতা হেতু অপরাধ করিয়াছে বলিয়া যাহারা বলে তাহাদিগকেও মুক্ত দেওয়া উচিত; এইরূপ ঘটনা এই প্রথমবার হইল না, ইতিপূর্ব্বেও হইয়াছে এবং তাহা লইয়া ভারতবর্ষের সীমা হইতে সীমান্ত আন্দোলন হইয়াছে; অধিক কি লিখিব; লেফটেনেণ্ট গবরবনর কেম্বেল সাহেব যদি ইহাতেও হস্তক্ষেপ না করেন তবে আমরা মনে করিব আমরা অরাজক দেশে বসতি করিতেছি; এক দিন নহে, ৪ দিনের উপবাস,—এইবার তাঁহার দরিদ্র প্রজা বাৎসল্যতা দেখিব;

চট্টগ্রাম আপনার
শ্রীঃ—

—

বীরগঞ্জের দুরবস্থা।

অত্র দিনাজপুর জিলার অধীন এসটেসন বীরগঞ্জের এলাকাধীননীচপাড়া, নোখাপাড়া, খেজুরপাড়া, কল্যানী, স্বাদুল্লাপাড়া, সৈদপুর, দামাইক্ষেত্র বাসুলী, সুশুলী, এবং রামনগর প্রভৃতি গ্রামে গত আশ্বিন মাস হইতে ভয়ানক ওলাউঠা রোগ আরম্ভ হইয়া এপর্য্যন্ত বহুতর লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। মেডিকেল কলেজের একজন নেটিব ডাক্তর বাবু মহেশ চন্দ্র চৌধুরী আমার বাসার নিচে একটি ডিস্পিনসারি করিয়া চিকিৎসাদি করিতেছেন। উক্ত ডাক্তার মহাশয়ের সাহায্যে নিকটের কয়েক খানা গ্রামের অনেক ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, ডাক্তার মহাশয় উপরোক্ত চিকিৎসার ভিজিট লইতেছেন না এবং নেওয়ার ইচ্ছাও নাই। তাঁহার এই ইচ্ছা যে, লোকের মঙ্গল হইলেই মঙ্গল। ডাক্তার মহাশয় সরকার হইতে বেতন পান না এবং তাঁহাকে কেহ সাহায্যও করেন নাই। দুঃখের বিষয় তাঁহার ডিস্পিনসারীর ঔষধ অতি অল্প ও তাহাও প্রায় ফুরাইয়া গিয়াছে, এক্ষণ চিকিৎসা কার্য্য চলিতেছেনা। শ্রীযুত আব্দুল সোবান পুলিষ ইনেস্পাকেটর দিনাজ পূর পুলিষ সাহেবের নিকট এই দুর্ঘটনার ৫।৬ খানা রিপোর্ট লিখিয়া ছিলেন, তাহাতে এই লেখা হইয়াছিল যে ভাল ঔষধ এবং জনেক সরকারি ডক্তার এখানে পাঠান আবশ্যাক কিম্বা উপরোক্ত ডাক্তার মহাশয়ের প্রতি চিকিৎসা করার নিমিত্ত হুকুম আইসে। কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহার কোন হুকুম আসিল না। কেবল মাত্র দেখিলাম তিন বোতল কলেরা মিক্শ্চার আসিয়াছে। কি দুঃখের বিষয়! গবর্ণমেণ্ট, গরিব প্রজাদিগের নিকট কর নিতে ভাল বাসেন, কিন্তু তাহাদের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত কোন উপায় করেন না।

এদিগে আবার জমিদার মহাশয়েরা গরিব প্রজাদিগের নিকট যখন যে খরচা ধরিতেছেন, প্রজারা পরিধেয় বস্ত্র, আহারের তণ্ডুল বেচিয়া অতিকষ্টে উক্ত খরচা দিতেছে, কিন্ত এক্ষণ জমিদার মহাশয়েরা প্রজাদিগের উপরোক্ত দুর্ঘটনায় কোনই উপায় করিতেছেন না। নেওয়ার বেলা সকলেই অগ্রসর, অসময়ে কেহ জিজ্ঞাসা করেন না।

১৮৭২ ৮ই নবেম্বর। শ্রীরাসবেহারি সিংহ
বীরগঞ্জ।

মুল্যপ্রাপ্তি॥

বাবু	রমা নাথ শীল বড়য়োড়া, বাঁকুড়া	৮
,,	রাস বেহারি সিং বীরগঞ্জ দিনাজপুর	৩।৵০
,,	রমনি কান্ত ভদ্র কাছাড়	২।৵০
,,	শ্রীশ চন্দ্র বিদ্যোরত্ন বনগ্রাম	৪
,,	কৈলাস চন্দ্র সেন বরিসাল	৪॥০
,,	রাম কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আলম ডাঙ্গা	২৶০
,,	দুর্গা চরণ গুপ্ত আসানশোল	৪
,,	লাল গোপাল গোস্বামী রাণাঘট	৬
,,	দুর্গা চরণ বসু বরানগর	৬॥০
,,	নারায়ন দাস ঘোষ খিদিরপুর	৪
,,	ইন্দ্র নারায়ন তেয়োএরী মোরাদপুর বর্দ্ধমান	৫
,,	অনঙ্গ মোহন দেব রায় ছাদড়া যশোর	৮
,,	শ্যাম লাল দত্ত নড়াইল	৮
,,	প্যারি মোহন সেন কাঁকিনা রঙ্গপুর	৮
,,	রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শুপল ভাগলপুর	৭৵০
,,	দ্বারিকানাথ মজুমদার রামপাল যশহর	৮
,,	কাঙ্গালিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ণল কেমরিয়া ছাপরা	৬
,,	এককড়ি সিংহ চৌধুরী ত্রিবেণি মগরা	৪॥০
,,	রাসবিহারি সিং বিরগঞ্জ রঙ্গপুর	৪॥০
,,	কান্তিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আলিগড়	১
,,	জগদীশ্বনাথ রায় বালেশ্বর	৮
,,	গিরিশচন্দ্র বসু গোবর ডাঙ্গা	৮
,,	শ্রীযুক্ত ই, টি, ক্রেস্টীয়ান সাহেব আলীগড়	৪০

FOR SALE.

Uncovenanted Civil Service Code shew- new leave, Acting allowance, Pension ...avelling allowance rules price Ru- ... only apply to Baboo Bholanauth ...ury Building Calcutta.

বিজ্ঞাপন

জরিপ ও পরিমিতির গ্রন্থ।

এঞ্জিনীয়ারিং কালেজের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক, এবং পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব এসিষ্টাণ্ট এঞ্জিনীয়ার শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্যের প্রণীত। মূল্য এক টাকা ডাক মাশুল ৶০। কলিকাতার আম হার্ষ্ট স্ট্রীটের শ্রীযুক্ত যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় কোম্পানির ছাপা খানায় পাওয়া যাইবে।

দান, দায় উইল, দত্তক, বিভাগ, উত্তরাধিকারিত্ব, প্রমাণ, মেয়াদ, ভূমির বিয়োগ সংযোগ, নিষ্কর, নিসৃষ্টার্থ, প্রতিভু, ইত্যাদি হিন্দু রাজাদের কার্য্যকালে যে প্রণালী চলিত তাহা এক্ষণকার আইনের সঙ্গে যুক্তি যুক্ত মতে পর্য্যালোচনা করিয়া আইন ও নজিরাদি দ্বারায় তুলনা ক্রমে সংস্কৃত নব ব্যবস্থা চন্দ্রিমা গ্রন্থ প্রস্তুত আছে। গ্রাহকগণ ডাকমাসুল সহ ১॥৶০ প্রেরণ করিলে পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত ভুমিক
গোওয়াল পাড়া।

মৌজে বাহাদুরখালী ওজঃপূর যাহা কুষ্টীয়া সহর নামে বিখ্যাত উক্ত মজমপূর গ্রামের দরপত্তনী দর ইজারা স্বত্ব ও খরিদ জোত ও লাখেরাজ ও কেলী বাটী নামক অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি ইষ্টাকালয় ২টা ঘর যাহার প্রতি ঘরে ২০টা হিসাবে ৪০ টা কামরা ও গোছল খানা ও বারেন্দা আছে তাহার পশ্চিম খণ্ডের ২০ টা কামরায় কেঁয়ে লোক কাপড়ের দোকান করিয়াছে এবং পূর্ব্ব খণ্ডে সাহেব লোক বাস করিতেছেন ঐ ঐ দুই ইষ্টাকালয়র ধ্য স্থলে চাঁদনি নামক পাকা গুদাম আছে ঐ সকল সম্পতি বিক্রয়ে ও বাহাদুর খালী নামক গ্রাম দরপত্তনি বন্দবস্ত করার জন্য বর্ত্তমান ১৭৭২ সালের ২৬ শে নবেম্বর ১২ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার দিনস্থির করিলাম, যাহারা গ্রহক হয়েন উক্ত দিবসে কুষ্টিয়া মোকামে আমার নিকট উপস্থিত হইলে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয়ে ও দরপত্তনি বন্দবস্ত করিব এদ্‌ভিন্ন মৌজে বুরহাট ও মৃত্তিকা পাড়া হাঁশ দিয়া হলুদবাড়িয়া দিগর দরপত্তনী বন্দবস্ত ও অন্যান্য খরিদা যে সকল জোত আছে তাহাও বিক্রয় করিব ইহাও প্রকাশ করিতেছি। মজমপূরের নিল কুঠি বিক্রয় করিবনা খাস থাকিবেক। ২৫ শে, অকটুবর ১৮৭২।

কুঠি সালঘর মদুয়া
কুষ্টিয়া
শ্রী ওলীএম আপ্টাণ এডিস সাহেব
W. Upton Eddis.

বাধক বেদনার মহৌষধি।

মুল্য ৩ টাকা, ডাকমাশুল ।০ আনা।

কলিকাতা চোরবাগান ৭৭ সংখ্যক ভবনে ডাক্তার বি এম সরকারের ডাক্তার খানায় প্রাপ্য। মফস্বলে মূল্য প্রাপ্তি ভিন্ন ঔষধ প্রেরিত হয় না।

দাউদের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্কট টমসন এণ্ড কোম্পানির ঔষধালয়ে গোয়াপাউডর নামক দাউদের এক অতি আশ্চর্য্য ঔষধ বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। চর্ম্ম রোগের মধ্যে দাউদ রোগ ভারি কঠিন ও একবার হইলে আর প্রায় সারে না। এমন কি অনেকের যাবজ্জীবন এই রোগ ভোগ করিতে হইয়াছে কিন্তু গোয়া পাউডারে উহা নিশ্চয় আরাম হইবে। ঔষধ ব্যবহার করিতে জ্বালা যন্ত্রণা কিছু নাই। ঔষধের শিশি যে মুদ্রিত কাগজ দ্বারা মণ্ডিত উহাতে ঔষধ কি রূপে ব্যবহার করিতে হইবে তাহা সবিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। ইহার মূল্য ১।০ সিকা।

স্কট টমসন এণ্ড কোঃ
১৫ নং গবর্ণমেণ্ট প্লেস।

বিজ্ঞাপন।

এই এক নূতন!
আমার গুপ্ত কথা!!
অতিআশ্চর্য্য!!!

প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় পর্ব্ব পুস্তকাকারে বাঁধা হইয়া বিক্রিত হইতেছে মুল্য ১ম পর্ব্ব ৸০আনা, ২য় পর্ব্ব ৸৵০ আনা, ৩য় পর্ব্ব ৸৵০ আনা, ডাকমাশুল তিন খণ্ড একত্রে ।৵০ আনা, খণ্ডে খণ্ডে স্বতন্ত্র দুই দুই আনা চতুর্থ পর্ব্ব প্রতি সপ্তাহে ফর্ম্মায় ফর্ম্মায় ছাপা হইতেছে, ফি ফর্ম্মার মূল্য দুই পয়সা। মফস্বলে রীতি মত ডাক মাশুল আছে। বাঁধান পুস্তক যদি কেহ এক কালে দশ খণ্ডের অধিক গ্রহণ করেন, তবে শত করা ১২॥০ টাকার হিসাবে কমিসন বাদ পাইবেন। কলিকাতা শোভাবাজার শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ ঘোষ

অমৃত বাজার পত্রিকা।

অগ্রিম মূল্য।

	কলিকাতার নিমিত্ত	মফঃস্বলের নিমিত্ত
বার্ষিক	৬॥০	৮
ষাণ্মাসিক	৩৸০	৪॥০
ত্রৈমাসিক	২।৵০	২৸০
এক খণ্ড	।০	।১০

অনগ্রিম মূল্য।

বার্ষিক	৮॥০	১০

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পংক্তি

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৵
চতুর্থ ও ততোধিকবার	।১০

গ্রাহক গণ যখন অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠান।

যাঁহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাহারা যেন টাকায় নিয়মিত অর্দ্ধআনা কমিসন সম্বলিত অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিনা।

এই পত্রিকার মূল্য বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাঁহারা পাঠাইবেন তাঁহারা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বাড়ূয্যের গলি ৫২ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত চন্দ্র না... নামে পাঠাইবেন।

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা বহু বাজা... বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি ৫২ নং. বাটি হই... ষ্পতিবারে শ্রীচন্দ্রনাথ রায়ের দ্বারা প্রক...